দৈনিক বাংলা

তারিখ 15 FEB 1988
পৃষ্ঠা ... ১ কলাম ৫

008

ছাত্ররা একরাতে শহীদ মিনার গড়েছিল—

॥ আহমেদ নূরে আলম ॥

কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার। ফুলে ফুলে শোভিত হয় ২১ ফেব্রুয়ারী। নগ্নপদে প্রভাতফেরী করে আমরা যাই বিষাদ সঙ্গীত গাইতে জাতীয় জীবনে আনন্দ বেদনার এক মহান কেন্দ্রবিন্দু ওই শহীদ মিনার।

আমাদের মধ্যে খুব কমই জানেন এই মিনারের ইতিহাস। যে উষালগ্নে শহীদ মিনার শেষ হয়েছিল, সেদিনের ইতিহাস। অজস্র লোকের মধ্যে প্রথম শহীদ মিনারের নির্মাতাদের কেউ কেউ এখনো যান একুশের সকালে। সাধারণ হয়ে সাধারণের ভিড়ে মিশে থাকেন। নীরবে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করে ফিরে আসেন প্রতিদিনের জীবন যাপনে।

এঁদের একজন আহমদ রফিক। দেশের খ্যাতিমান প্রাবন্ধিক। পেশায় একজন চিকিৎসক। প্রথম শহীদ মিনারের নির্মাণকারীদের একজন। বৃহস্পতিবার তাঁর কাছ থেকে এই মিনার নির্মাণের কাহিনী শুনলাম। এক সুমহান কীর্তি এদেশের ছাত্র সমাজের—যাঁরা মায়ের ভাষা মান রক্ষায় গড়ে তুলেছিলেন এক অতুলনীয় সংগ্রাম।

ডাঃ রফিক বললেন, ৫২-এর ২১শে ফেব্রুয়ারীর গুলির পর (মুসলীম লীগ) সরকারের দমন নীতি বন্ধ হল না। ২২ ফেব্রুয়ারী ঢাকায় ছাত্রদের মিছিলের ওপর চলল গুলি। তিন-চারটি স্থানে। শহীদ হলেন অনেকে। এবার পুলিশ শহীদের লাশ কয়েকটি সরিয়েও ফেলল। সন্ধ্যায় জারি হল কার্ফু। দুঃখ বেদনা শোকে বিহ্বল নগরবাসী। ২৩ ফেব্রুয়ারীও ঘটল গুলিবর্ষণের পুনরাবৃত্তি। সন্ধ্যায় আবার জারি হল সান্ধ্য আইন। ঘটল ঐতি-

৫ এর পৃঃ দ্রঃ

(প্রথম পৃঃ পর)

শহীদ মিনার গড়েছিল

হাসিক ঘটনাটি— রাত ফুরোবার আগেই মেডিকাল কলেজের ছাত্ররা তৈরি করে ফেললেন সাড়ে দশ ফুট উঁচু এবং ছয় ফুট চওড়া 'শহীদ স্মৃতি স্তম্ভ'। সেটি শুধু ইট-পাথরের নিস্প্রাণ স্তম্ভ থাকল না। সমগ্র জাতি যেন সেদিন সকালে এর মধ্যে তাদের অনুভব-আবেগ সঞ্চারিত করে আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতীকে পরিণত করল। সে চেতনা ৩৬ বছরেও অম্লান। শহীদ মিনার এখনো স্বাতন্ত্র্যে অনুপম।

৫২ সালে ডাঃ রফিক ছিলেন এমবিবিএস এর তৃতীয় বর্ষের ছাত্র। থাকতেন ২০/৬ হোস্টেলে। তিনি ৩৬ বছর আগের স্মৃতি থেকে উদ্ধার করতে পারলেন না কে-কখন কিভাবে মিনারটি তৈরির প্রস্তাব করেছিলেন। তবে এটা তাঁর অভিমত যে মিনারটির নির্মাণ ছিল এক আকস্মিক চিন্তা ও যৌথ শ্রমের ফসল। তবে এর নকশা তৈরি করেছিলেন ডাঃ বদরুল আলম (মরহুম)। কারিগরি তদারকীতে ছিলেন তৎকালীন মেডিকাল কলেজ ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক ইঞ্জিনীয়ার নামে সুপরিচিত ডাঃ শরফুদ্দিন (বর্তমানে সেনাবাহিনী থেকে অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল)।

রাস্তায় পুলিশ টহল দিচ্ছিল। দু-একটা ইপিআর বোঝাই লরীও সশব্দে যাচ্ছে মাঝে মধ্যে। তারই মধ্যে কে একজন দুজন রাজমিস্ত্রীও যোগাড় করে আনলেন। তখন মেডিক্যালের ওখানটায় নির্মাণ কাজের জন্য প্রচুর ইট-বালি ছিল। ঠিকাদারের গুদাম থেকে সিমেন্টও নিয়ে আসা হল। তার পর সৃষ্টি হল এক অপূর্ব দৃশ্য। সারি বেঁধে ছাত্ররা দাঁড়িয়ে গেল হাতে হাতে করে ইট এসে পৌঁছতে লাগল। কাজ শুরু হল রাত নটা-দশটার দিকে।

স্মৃতি স্তম্ভের জন্য বেছে নেয়া হয়েছিল ১২ নম্বর হোস্টেল ব্যারাকের (এই ব্যারাকে আবুল বরকতসহ বহু গুলিবিদ্ধ হন) পূর্বদিকে একটি স্থান, ৬ নম্বর কক্ষের অদূরে (এই কক্ষ ৭১-এ শহীদ ডাঃ আলীম চৌধুরী থাকতেন)। স্থানটি ছিল ফুলার রোডের গা ঘেঁষে—যেখানে বাইরে থেকে সহজে চোখ পড়ে। পুলিশ এসে বাধা দিতে পারে। তাই তাড়াতাড়ি শেষ করার দরকার ছিল। হাত চলল সকলের দ্রুত। ছাত্রদের একজন—ফজলে রাব্বীর (বর্তমানে পেট্রোলিয়াম সংস্থার মেডিকাল অফিসার) হাতে ফোসকা পড়ে গেল ইট পার করতে করতে। তবুও তিনি থামলেন না। মেডিকাল কলেজের ভিপি এবং ২১ ফেব্রুয়ারী রাতে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের ভারপ্রাপ্ত আহবায়ক ডাঃ গোলাম মওলা (মরহুম) কাজটি দ্রুত শেষ করার জন্য তাড়া দিতে থাকলেন হাসিমুখে। কাজটি যখন প্রায় শেষ হল, তখনও স্তম্ভের উপরিভাগ নির্মাণ অসম্পূর্ণ ছিল রাত প্রায় শেষ—উষার আলো চারদিকে ছড়াতে শুরু করেছে। মওলা বললেন, শেষ কাজটুকু পরে করলেও চলবে। তারপর কয়েক খন্ড কাপড় দিয়ে তা ঢেকে দেয়া হল, দড়ি দিয়ে চারদিক ঘিরে রাখা হল। ডাঃ রফিক বললেন—আমরা যা তৈরি করলাম, তার নামকরণ করলাম—শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ। শহীদ স্মৃতি অমর হোক শ্লোগানটাও আরো জোরদার হয়ে উঠল।

নগরবাসী কি করে যেন খবর পেয়ে গেল। যে স্থানটিতে ছাত্ররা শহীদ হয়েছে, সেখানে তৈরি তাদের স্মরণে মিনার। সকাল দশটার মধ্যে দলে দলে লোক আসতে শুরু করল। প্রায় সকলের চোখ দুঃখ-বেদনায় অশ্রুসিক্ত। হাতে তাদের ফুল, মালা। এমনকি শিশুরাও।

দৈনিক আজাদে খবরটি প্রকাশিত হয়েছিল সংক্ষেপে—২১ ও ২২ ফেব্রুয়ারী যারা নিজেদের রক্তে ঢাকার মাটি রাঙিয়ে গিয়েছিলো, সেই শহীদ বীরদের স্মৃতিতে মেডিকাল কলেজের ছাত্রগণ নিজ হাতে এক রাতের মধ্যে ১০ ফুট উচ্চ ও ৬ ফুট চওড়া স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করেছেন।

কিন্তু প্রথম শহীদ মিনারটি দলদর্পী (মুসলীম লীগ) সরকার উপড়ে ফেলেছিল দুদিন পর সে আরেক ঘটনা।